শিক্ষকদের অসহযোগে অচল ববি

বরিশাল ব্যুরো
৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিতে চলমান সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির কারণে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। সকাল থেকে সন্ধ্যা যে ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর থাকত, আজ সেখানে বিরাজ করছে নিরব-নিস্তব্দতা। ক্লাসরুম, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি ও করিডোর সব জায়গায়ই শূন্যতা ও স্থবিরতার চিত্র।

শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে ইতোমধ্যে বন্ধ রয়েছে পাঠদান, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। এতে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন ধরে চলা এ সংকটের ফলে শিক্ষাজীবন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

আন্দোলনরত শিক্ষকেরা জানান, প্রায় দুই বছর ধরে পদোন্নতির দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ এপ্রিল মৃত্তিকা ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জামাল উদ্দিন আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৩ ঘণ্টা পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি অনশন ভাঙেন। এরপর কর্মবিরতি ও শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করা হলে ক্যাম্পাসে পাঠদান কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ২৩ এপ্রিল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। সেখানে চলমান ফাইনাল পরীক্ষাগুলো নেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হলেও নতুন ক্লাস ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তাঁরা। এতে শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে যায়।

সর্বশেষ গত ২৮ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষকরা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, করোনা মহামারি, উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আন্দোলনসহ বিভিন্ন কারণে আগেই তাঁদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়েছে। অনেকেই ইতোমধ্যে ছয় মাস থেকে এক বছরের সেশনজটে রয়েছেন। নতুন করে এই অচলাবস্থা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলবে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. রাজীব বলেন, “আমাদের ব্যাচ আগেই পিছিয়ে ছিল। এখন পরীক্ষা কবে হবে জানি না। এভাবে চলতে থাকলে আরও বড় সেশনজটের মধ্যে পড়তে হবে।”

অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবি, ২০২৪ সাল থেকে বহু শিক্ষক পদোন্নতির যোগ্য হলেও প্রশাসন তা বাস্তবায়ন করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চিঠির ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। একই সঙ্গে ডিগ্রির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি করেন শিক্ষকরা।

শিক্ষকদের ভাষ্য, ৪০১টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ২৬৬টি পূরণ থাকলেও ৫১টি পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। পাশাপাশি ৫১ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে থাকায় সংকট আরও তীব্র হয়েছে। খণ্ডকালীন শিক্ষকদের ভাতা দেড় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ধীমান কুমার জানান, আপগ্রেডেশন বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়নে সিন্ডিকেট সভা না ডাকায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। তবে উপাচার্য মোহাম্মদ তৌফিক আলম এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আন্দোলনের কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। সংকট সমাধানে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সহায়তা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও শিক্ষকরা সাড়া দেননি।

এ অবস্থায় দ্রুত সমাধান না হলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আরও গভীর সেশনজটের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।